বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

২০১২-২০১৩

প্রথম খণ্ড

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খণ্ড

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১২-২০১৩

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
অর্থ বৎসর ঃ ২০১১-২০১২

[পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর
২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্র/নং	বিবরণ		পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন		ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য		খ
৩.	প্রথম অধ্যায়		১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ		৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য		৪
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু		৫
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ		৫
৮.	অডিটের সুপারিশ		৫
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়		৭
১০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর		২৬
	আপত্তির শিরোনাম		
১১.	অনুচ্ছেদ-০১ ঃ	অনুমোদিত ডিজাইন অনুসরণ না করে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে মোট ব্যয়িত ১২,৫১,৮৩,১৭৫ টাকা ব্যয়ের সুফল পাওয়া যায়নি।	৯-১০
১২.	অনুচ্ছেদ-০২ ঃ	যৌথ পরিদর্শন, ছাড়পত্র গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটির সামনে ডাম্পিং কাজ সম্পাদন ছাড়াই ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ২৩,৮২,৬২,৮৪৫ টাকা পরিশোধ।	১১-১৩
১৩.	অনুচ্ছেদ-০৩ ঃ	যথাযথ যাচাই/পরীক্ষা ব্যতিত অনিয়মিতভাবে দরপত্র গ্রহণ এবং ১৬৬,০৫,৯৪,৪৪৩ টাকা পরিশোধ ।	১৪-১৫
১৪.	অনুচ্ছেদ-০৪ ঃ	নন রেস্পন্সিভ/বাতিলযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যোগসাজসের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ২,০৬,৮৬,২৪৩ টাকার দরপত্র গ্রহণ।	১৬-১৭
১৫.	অনুচ্ছেদ-০৫ ঃ	জরুরী পরিস্থিতি ব্যতীত এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে ডিপিএম এর মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয় ১,১৮,৩৪,১৩৯ টাকা ।	১৮-১৯
১৬.	অনুচ্ছেদ-০৬ ঃ	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট বাবদ কম কর্তন ও কর্তন না করায় ১,১০,৫৩,৬৩০ টাকা ক্ষতি।	২০-২১
১৭.	অনুচ্ছেদ-০৭ ঃ	কর্তনকৃত ভ্যাট যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সুদ বাবদ আদায়যোগ্য ৬,২৮,৪৩৯ টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ৩,৯৪,৫৩,৫৫৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।	২২
১৮.	অনুচ্ছেদ-০৮ ঃ	পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধান লংঘনপূর্বক সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM) দরপত্র আহবানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৯৬,২১,০০০ টাকা ব্যয়।	২৩
১৯.	অনুচ্ছেদ-০৯ ঃ	পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা না করা ও ঠিকাদার অসমাপ্ত কাজ ফেলে গেলেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি ৪৪,৪৫,১১৩ টাকা।	২৪
২০.	অনুচ্ছেদ-১০ ঃ	প্রাক্কলন এবং কার্য সমাপ্তির সনদ ব্যতিত ড্রেজার মেরামত করায় অনিয়মিত ব্যয় ১,০৫,৯৮,৭৫১ টাকা ।	২৫
২১.	অনুচ্ছেদ-১১ ঃ	ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সুদাসলে বকেয়া আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ৩৯,৪০,৭২৯ টাকা ক্ষতি।	২৬

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত
(মাসুদ আহমেদ)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ ১৫ ফাল্গুন/১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৭/০২/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ০৯টি নির্বাহী প্রকৌশলী এবং ০১টি প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থবছরের হিসাব স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিতকরণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ এবং অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সামগ্রিক লেনদেন ও আয় ব্যয়ের অংশবিশেষ অডিট করা হয়েছে বিধায় এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত অডিট আপত্তি ও মন্তব্যগুলো কেবলমাত্র উদাহরণমূলক এবং এগুলো বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আর্থিক ব্যবস্থাপনার সামগ্রিক চিত্র নয়। পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসনিক দুর্বলতা, অনিয়ম, ত্রুটি বিচ্যুতি ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডকে আরো দক্ষ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা যেতে পারে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এ রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

স্বাক্ষরিত

(নূরুন নাহার)

মহাপরিচালক

পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

তারিখ ঃ ১৭ মাঘ/১৪২৩ বঙ্গাব্দ

৩০/০১/২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
১	২	৩
১	অনুমোদিত ডিজাইন অনুসরণ না করে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে মোট ব্যয়িত ব্যয়ের সুফল পাওয়া যায়নি।	১২,৫১,৮৩,১৭৫
২	যৌথ পরিদর্শন, ছাড়পত্র গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটির সামনে ডাম্পিং কাজ সম্পাদন ছাড়াই ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	২৩,৮২,৬২,৮৪৫
৩	যথাযথ যাচাই/পরীক্ষা ব্যতিত অনিয়মিতভাবে দরপত্র গ্রহণ এবং পরিশোধ ।	১৬৬,০৫,৯৪,৪৪৩
৪	নন রেস্পন্সিভ/বাতিলযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যোগসাজসের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে দরপত্র গ্রহণ।	২,০৬,৮৬,২৪৩
৫	জরুরী পরিস্থিতি ব্যতীত পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে ডিপিএম এর মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে অর্থ ব্যয় ।	১,১৮,৩৪,১৩৯
৬	ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট বাবদ কম কর্তন ও কর্তন না করায় ক্ষতি।	১,১০,৫৩,৬৩০
৭	কর্তনকৃত ভ্যাট যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সুদ বাবদ আদায়যোগ্য এবং ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।	৬,২৮,৪৩৯ ৩,৯৪,৫৩,৫৫৫ ৪,০০,৮১,৯৯৪
৮	পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধান লংঘনপূর্বক সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM) দরপত্র আহবানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ব্যয়।	৯৬,২১,০০০
৯	পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা না করা ও ঠিকাদার অসমাপ্ত কাজ ফেলে গেলেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি ।	৪৪,৪৫,১১৩
১০	প্রাক্কলন এবং কার্য সমাপ্তির সনদ ব্যতিত ড্রেজার মেরামত করায় অনিয়মিত ব্যয়।	১,০৫,৯৮,৭৫১
১১	ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সুদাসলে বকেয়া আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ক্ষতি।	৩৯,৪০,৭২৯
	সর্বমোট=	২১৩,৬৩,০২,০৬২

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ	২০১১-১২
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	১. নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জামালপুর।
		২. নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ।
		৩. নির্বাহী প্রকৌশলী, সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-২, পাউবো, সাতক্ষীরা।
		৪. নির্বাহী প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, পানি উন্নয়ন বোর্ড, তেজগাঁও ঢাকা।
		৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো কলাপাড়া পাউবো, পটুয়াখালী।
		৬. নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শরীয়তপুর।
		৭. নির্বাহী প্রকৌশলী, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-১, ড্রেজার পরিদপ্তর, পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ।
		৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, লক্ষ্মীপুর।
		৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ-১, পাউবো, ঢাকা।
		১০. প্রকল্প পরিচালক, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়), পাউবো, ঢাকা।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ	১২-১১-২০১২ হতে ৭-০১-২০১৩ পর্যন্ত।
নিরীক্ষার পদ্ধতি	ঃ	স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে ও সার্বিক তত্ত্বাবধানে	ঃ	জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, মহাপরিচালক।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

- নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে ভ্যাট আদায়ে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
- ড্রেজার ভাড়া ও সেচ কর আদায়ে ব্যর্থতা, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি।
- জিও টেক্সটাইল ব্যাগ ও সিসি ব্লকের মূল্য ও ডাম্পিং কাজের মূল্য অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।
- জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ অনাদায়ী, সরকারের আর্থিক ক্ষতি।
- অনুমোদিত প্রাক্কলন ও ডিজাইন অনুসরণ না করে কার্য সম্পাদন।
- যাচাই ব্যতিরেকে অনিয়মিতভাবে দরপত্র গ্রহণ।
- ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষমতা লংঘন।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণঃ

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা।
- সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যথাযথ ও বিধি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।
- ড্রেজার ভাড়া ও সেচ কাজের অর্থ/রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে অনীহা।
- পিপিআর/০৮ এর বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।
- সরকারি রাজস্ব/ভ্যাট আদায়ে অনীহা।
- সিসি ব্লক, জিও ব্যাগ গণনা, প্লেসিং এবং ডাম্পিং এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং মন্ত্রণালয়ের আদেশ উপেক্ষিত।
- কোডাল ও আর্থিক বিধি প্রতিপালনের অনীহা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থ আদায় করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা চিহ্নিত করে তা নিরসনে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- রাজস্ব আদায়ে সচেষ্ট হওয়া।
- পিপিআর/০৮ এর বিধি মালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনিয়মিত ব্যয় নিয়মিত করা।
- আর্থিক, কোডাল বিধি এবং আর্থিক স্বচ্ছতা ও যথার্থতা প্রতিপালনে আরো সচেষ্ট হওয়া।
- বোর্ড/মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মোতাবেক সিসিব্লক ও জিও টেক্স এর কার্যসম্পাদন করা।
- বাজার দর ও ডিজাইনের সাথে সংগতি রেখে প্রাক্কলন প্রস্তুত ও অর্থ ব্যয় করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অডিট অনুচ্ছেদসমূহ

অনুচ্ছেদ ঃ ০১

শিরোনাম ঃ অনুমোদিত ডিজাইন অনুসরণ না করে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে মোট ১২,৫১,৮৩,১৭৫ টাকা ব্যয়ের সুফল পাওয়া যায়নি।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, জামালপুর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, জামালপুর অফিসের ২০১১-১২ সনের হিসাব ১৩-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২০-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে জামালপুর জেলার যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় হরিন-ধরা হতে হারগিলী পেভমেন্টের কদমতলীতে ০.০০ মিঃ হতে ৯০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজের প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র, সংশোধিত চুক্তিপত্র/ভেরিয়েশন অর্ডার, কার্যাদেশ, বিল ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট নথি এবং উক্ত কাজে ব্যবহৃত জিওব্যাগ সরবরাহ সংক্রান্ত কার্যাদেশ ও বিল ভাউচার এবং অনুমোদিত ডিজাইন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- যথাযথ জরিপ ও সম্ভাব্যতা যাচাই এবং স্থায়ীত্বের বিষয়টি বিবেচনা ও অনুমোদিত ডিজাইনের নির্দেশনা অনুসরণ না করে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে মোট ব্যয়িত ১২,৫১,৮৩,১৭৫ টাকার কোন অস্তিত্ব বা সুফল পাওয়া যায়নি। আলোচ্য কাজটি হলো যমুনা নদীর বাম তীরে বিচ্ছিন্নভাবে মাত্র ৯০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ। যমুনার মত খরস্রোতা নদীতে বিচ্ছিন্নভাবে মাত্র ৯০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ করা হলে তা টিকে থাকা কঠিন। অথচ উক্ত কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিজাইনের নির্দেশনাও অনুসরণ করা হয়নি। ফলে কাজটি সমাপ্তির পূর্বেই সম্পূর্নভাবে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় [পরিশিষ্ট -১]

- Technical Specification অনুযায়ী অনুমোদিত ডিজাইনের নির্দেশনা অনুযায়ী ডাম্পিং আইটেমের মোট পরিমাণ একত্রে (যেমন জিও ব্যাগ ও সিসি ব্লক) একটি সিজনে ৩০শে এপ্রিলের মধ্যে ডাম্পিং করতে হবে। ১০০% জিওব্যাগ ডাম্পিং এর পর সিসি ব্লক ডাম্পিং করে ব্লক পিচিং কাজ সম্পাদনযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে সমুদয় জিওব্যাগ ডাম্পিং কাজ সম্পাদন করা হয়নি। তদুপরি সিসিব্লক তৈরী ও ডাম্পিং করা হয়নি, আর ব্লক পিচিং তো করাই হয়নি।

- অতপর সম্পাদিত কাজের ডিজাইন পরিবর্তন করে টেন্ডার ও ননটেন্ডার আইটেমের এপেনডিক্স অনুমোদনের মাধ্যমে অতিরিক্ত কাজের কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক ব্যয়ের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে অনুমোদিত ডিজাইনের কোন নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, অনুমোদিত ডিপিপির কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক বৎসরওয়ারী প্রস্তাবিত আর্থিক বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে বোর্ডের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রকল্প এলাকার তীব্র নদী ভাঙ্গন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যের অনুরোধে গ্রাম পর্যায়ে জিওব্যাগের কাজ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে আকস্মিকভাবে উদ্ভুত যমুনা নদী ভাঙ্গনের কারণে কাজটি ধসে গিয়েছে। যথাযথভাবে নদীর গতিপ্রকৃতি ও খরচের লজিক্যাল সাপোর্ট পর্যালোচনা করে অনুমোদিত নকশা প্রণয়ন এবং পূর্বের ১ কিঃমিঃ এর পরিবর্তে দৈর্ঘ্যে ৫.৫০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণের কাজ বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদন করা হয়েছে। সে মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কাজটি ধসে গেছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রবল ভাঙ্গন কবলিত যমুনা নদীতে বিচ্ছিন্নভাবে মাত্র ৯০০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সঠিক ও যথাযথ ছিল না। তাছাড়া ডিজাইনের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। তাই এর কাজ সম্পাদন হওয়ার পূর্বেই তা নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অতঃপর প্রথম পরিকল্পনার ৯০০ মিটারের পরিবর্তে পুনরায় ৫.৫০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ যথাযথ জরিপ ও সম্ভাব্যতা যাচাই এবং স্থায়ীত্বের বিষয়টি বিবেচনা না করে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অনুমোদিত ডিজাইনের নির্দেশনা অনুসরণ না করে আংশিক সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ব্যয়িত সমুদয় অর্থ ক্ষতিসাধন হয়েছে। তাই জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ০৪-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১০-২০১০৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ২৭-১১-২০১৩খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, এক কিলোমিটার এর পরিবর্তে ৫.৫০ কিঃমিঃ নদীর তীর সংরক্ষণের কাজ এর যথার্থতা পরীক্ষার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও অডিটকে অবহিত করা হবে। উক্ত জবাব গ্রহনযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ১৬-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তি অনুযায়ী ব্যয়িত/ক্ষতিসাধনকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০২

শিরোনাম ঃ যৌথ পরিদর্শন, ছাড়পত্র গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটির সামনে ডাম্পিং কাজ সম্পাদন ছাড়াই ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ২৩,৮২,৬২,৮৪৫ টাকা পরিশোধ।

বিবরণঃ

(১) নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, জামালপুর (২) নির্বাহী পকৌশলী, পওর বিভাগ-২, পাউবো, সাতক্ষীরা (৩) নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, শরীয়তপুর, (৪) নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-১, পাউবো, ঢাকা অফিসের ২০১০-২০১২ সনের হিসাব ১৩-১২-২০১২খ্রিঃ তারিখ হতে ২৭-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

(ক) নিরীক্ষাকালে জামালপুর জেলার যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ১০টি প্যাকেজের প্রাক্কলন, সংশোধিত প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, জিওব্যাগ গণনার প্রতিবেদন এবং বিল ভাউচার সমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী জিওব্যাগ ও সিসি ব্লক ডাম্পিং এর পূর্বে যৌথ পরিদর্শন ও ছাড়পত্র গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটির সামনে ডাম্পিং কাজ সম্পাদন ছাড়াই উক্ত ডাম্পিং কাজের বিপরীতে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ২১,২১,৮০,৪৪৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী জোনাল প্রধান প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীসহ কাজের সাইট পরিদর্শন এবং যৌথ স্বাক্ষরে হার্ড ম্যাটেরিয়ালের ডাম্পিং এর ছাড়পত্র প্রদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। প্রধান প্রকৌশলী অসমর্থ হলে মাঠ পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও ডিজাইন সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর যৌথ স্বাক্ষরে ডাম্পিং এর ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ প্রস্তাব প্রধান প্রকৌশলীর নিকট প্রেরণ করতে হবে। অপরদিকে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী গঠিত কমিটির মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত সিসি ব্লক ও বালুভর্তি জিওব্যাগ গণনা এবং প্রস্তাবিত কমিটির সামনেই তা ফেলা/ডাম্পিং কাজ সম্পাদন করতে হবে।

- কিন্তু এক্ষেত্রে বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী জিওব্যাগ ও সিসি ব্লক ডাম্পিং এর পূর্বে যৌথ পরিদর্শন ও ছাড়পত্র গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটির সামনে ডাম্পিং কাজ সম্পাদন ছাড়াই উক্ত ডাম্পিং কাজের বিপরীতে ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ২১,২১,৮০,৪৪৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট -২(১)]।

- উল্লেখ্য এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত কমিটির মাধ্যমে শুধুমাত্র গণনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের কপি পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু উক্ত কমিটির সামনে ডাম্পিং কাজ সম্পাদন সম্পর্কিত কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দপ্তরাদেশ নং-৪৩-পাউবো/সচি/পওর-১/শাখা-২/বিবিধ-৬/২০০৪, তারিখ-১১-২-২০০৫ খ্রিঃ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র নং-পাসম-উঃ-৫/বিবিধ-৩২/২০০০/৩৬৩, তারিখ-৭-৭-২০০৫ খ্রিঃ এর নির্দেশনা অনুসরণ করা হয়নি।

(খ) নিরীক্ষাকালে পোল্ডার নং-১৪/১ এর পদ্মপুকুর নামক স্থানে সাইক্লোন সেন্টার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা কপোতাক্ষ নদের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রাক্কলন, দরপত্র, চুক্তিপত্র, ওয়ার্ক সিডিউল, কার্যাদেশ সংশ্লিষ্ট কাজের মেজারমেন্ট রেকর্ড রেজিস্টার নং-২৩, বিল ভাউচার এবং পেশকৃত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- সিসিব্লক এবং জিও ব্যাগ সরবরাহ ও ডাম্পিং কাজের বিপরীতে বোর্ডের দপ্তরাদেশ অনুযায়ী ছাড়পত্র গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক কাউন্টিং ও ডাম্পিং কাজ সম্পন্ন করণের কোন প্রতিবেদন/রেকর্ড ছাড়াই ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে ৩০,৬০,৩৩৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-২(২)]।

(গ) নিরীক্ষাকালে শরিয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন ঘড়িষার ইউনিয়নের সুরেশ্বর দরবার শরীফ প্রকল্প এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীরে কিঃমিঃ ০.০৫০ হতে কিঃমিঃ ০.১৫০= ১০০ মিটার সংরক্ষণমূলক কাজের চুক্তিপত্র, বিল ভাউচার, এমবি, ডাম্পিং রেজিষ্টার, ডাম্পিং কমিটির প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।

- এতে দেখা যায়, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে ষ্ট্যাক মেজারমেন্ট গ্রহণ ও ডাম্পিং কমিটির সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াই এবং ডাম্পিং কমিটি কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বেই জিও টেক্সটাইল ব্যাগ ডাম্পিং দেখিয়ে মেজারমেন্ট রেকর্ড করতঃ বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে সরকারের ১,৩৯,১৪,৩৩০ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-২(৩)]।

(ঘ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদীতীর সংরক্ষণ কাজের গুণগতমান ও পরিমাণ পরিবীক্ষণ ও যাচাই এর জন্য জনাব কাজী তোফায়েল হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে একটি টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হয়েছে যার অন্যান্য সদস্যদের নাম প্রতি বৎসর পাউবোর সচিবালয়ের অফিস আদেশের মাধ্যমে জারি করা হয় [পরিশিষ্ট-২(৪)]।

- পাউবো, সচিবালয়ের স্মারক নং-২৪৫ পাউবো (সচি)/বোর্ড-২ তারিখ-৭-১০-২০০৯ মোতাবেক টাস্কফোর্স সকল জোনের নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন পূর্বক সিসি ব্লক/বোল্ডার/হার্ডরক/জিওব্যাগ এর সংখ্যা/পরিমাণ যাচাই করেবেন। টাস্কফোর্সের দ্বারা পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত কোন প্রকার ডাম্পিং কাজ করা যাবে না।
- পরিশিষ্টে বর্ণিত নদী তীর সংরক্ষণ কাজে ঠিকাদারকে জিও ব্যাগ ডাম্পিং বাবদ ২৩,৩৪,৮৯৫ টাকা পরিশোধ করা হয়। কিন্তু জিও ব্যাগ ডাম্পিং টাস্কফোর্স কমিটি দ্বারা গুনগতমান পরীক্ষা ও সংখ্যা যাচাই করা হয়নি।
- ফলে নদী তীর সংরক্ষণ কাজে টাস্কফোর্স কমিটিকে অবহিত না করে ডাম্পিং দেখিয়ে ২৩,৩৪,৮৯৫ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

(ঙ) মেঘনা নদীর ভাংগন রোধকল্পে নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলাধীন দয়াগঞ্জ (দক্ষিণপাড়া) তীর সংরক্ষণ কাজের (০০ হতে ২৪৮ মিঃ) রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় বর্ণিত কাজের ঠিকাদার মেসার্স হালিম এন্ড ব্রাদার্সকে উৎপাদন ও সরবরাহ সহ ৪৮,৪১৭ টি বিভিন্ন সাইজের সিসি ব্লকের ৬০% অর্থাৎ ২৯,০৫০ টি ডাম্পিং এর বিল পরিশোধ করা হয় [পরিশিষ্ট-২(৫)]।

- কিন্তু বর্ণিত সিসি ব্লক ডাম্পিং এর পূর্বে টাস্কফোর্স কমিটি দ্বারা গুণগতমান ও সংখ্যা যাচাই করানো হয়নি। ফলে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজে পাউবো টাস্কফোর্স কমিটিকে অবহিত না করে ডাম্পিং দেখিয়ে ৬৭,৭২,৮৩৭ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

(ক) নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক কমিটির সদস্য কর্তৃক যথাযথভাবে জিও ব্যাগের ও বালুর গুণগতমান ও পরিমাণ যাচাই ও গণনার পর জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা হয়েছে। বিস্তারিত ব্রডশীট জবাবে প্রদান করা হবে।

(খ) কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে সিসি ব্লক ও জিও ব্যাগ গণনাপূর্বক তা ডাম্পিং করা হয়েছে; এতে কোন অনিয়ম হয়নি।

(গ) কমিটি কর্তৃক গণনার পর জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা হয়েছে।

(ঘ) নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

(ক) বোর্ডের দপ্তরাদেশ মোতাবেক আলোচ্য জিও ব্যাগ ও সিসি ব্লক ডাম্পিং এর কাজ সম্পাদন পূর্বে যৌথ পরিদর্শন ও ছাড়পত্র গ্রহণের কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। অপরদিকে মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী প্রস্তাবিত কমিটির সামনে শুধুমাত্র গণণা সম্পর্কিত প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু উক্ত কমিটির সামনে ডাম্পিং কাজ সম্পর্কিত কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। অথচ জবাবে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি এতদসংক্রান্ত কোন প্রমাণক ও পেশ করা হয়নি।

(খ) জবাবের সমর্থনে কোন রেকর্ডপত্র পেশ করা হয়নি। তাছাড়া নিরীক্ষাকালীন যে সকল রেকর্ডপত্র পেশ করা হয় তন্মধ্যে বোর্ডের দপ্তরাদেশ মোতাবেক ছাড়পত্র গ্রহণ বা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সংক্রান্ত কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। অপরদিকে প্রাপ্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুযায়ী নির্ধারিত কমিটি কর্তৃক কাউন্টিং ও ডাম্পিং করণের পরিবর্তে শুধুমাত্র কাউন্টিং করা হয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

(গ) মন্ত্রণালয়ের নির্দেশানুযায়ী ডাম্পিং এর পূর্বে কাউন্টিং করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ষ্ট্যাক মেজারমেন্ট গ্রহণ করা হয়নি। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ছিল ডাম্পিং এর পূর্বে কাউন্টিং করতে হবে এবং কমিটির উপস্থিতিতেই ডাম্পিং কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে কমিটি কর্তৃক ডাম্পিং এর ছাড়পত্র প্রদানের পূর্বেই ডাম্পিং এর কাজ সম্পন্ন দেখানো হয়েছে।

(ঘ) জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ টাস্কফোর্স কমিটির অগোচরে ডাম্পিং করার কোন অবকাশ নেই।

(ঙ) জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ টাস্কফোর্স কমিটিকে অবহিত না করে সি সি ব্লক ডাম্পিং করার কোন অবকাশ নেই।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ০৪-০৭-২০১৩ খ্রিঃ, ২৬-৬-২০১৩ খ্রিঃ, ০৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ, ১৬-০১-২০১৩ খ্রিঃ, ১৬-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-০৮-২০১৩ খ্রিঃ, ২৭-৮-২০১৩ খ্রিঃ, ১৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ, ১৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ, ১৪-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১০-২০১০৩ খ্রিঃ, ৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ, ৩১-০৬-২০১৩ খ্রিঃ, ০৮-০৫-২০১৩ খ্রিঃ, ০৮-০৫-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়।
- জামালপুর কার্যালয়ের ক্ষেত্রে গত ২৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্পে ১০টি প্যাকেজের কাজে যে সমস্ত মালামাল ব্যবহার করা হয়েছে তা বোর্ডের নির্দেশনা মোতাবেক যাচাই করে সম্পাদন করা হয়েছে। এতদ্সংক্রান্ত কোন প্রমাণক জবাবের সাথে সংযুক্ত না থাকায় আপত্তিটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি।
- সাতক্ষীরা কার্যালয়ের ক্ষেত্রে গত ২৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, ঘূর্ণিঝড় আইল্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডার নং ১৪/১ এর পদ্মপুকুর নামক স্থানে সাইক্লোন সেন্টার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় সিসিব্লক ও জিওব্যাগ ডাম্পিং এর জন্য বাপাউবো ও মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী সিসিব্লক ও জিওব্যাগ এর মান নির্ণয় ও গণনাপূর্বক ডাম্পিং করা হয়। কিন্তু সিসিব্লক ও জিওব্যাগসমূহ গণনা, মাননির্ণয় ও ডাম্পিং কমিটি প্রত্যায়ন ব্যতিত বিল পরিশোধ করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- শরীয়তপুর কার্যালয়ের ক্ষেত্রে গত ২৭-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, বাপাউবো ডিজি, ডাম্পিং কমিটির প্রতিনিধি এবং ২৫০ কেজি ও ১৭৫ কেজি ব্যাগের ওজন বেশী হওয়ায় নৌকায় ভরে গণনা পূর্বক ডাম্পিং করা হয়েছে। এ বিষয়ে পাউবো ডিজি, ডাম্পিং কমিটির প্রতিনিধি এবং Task Force সার্বক্ষণিক উপস্থিত ছিলেন। ডাম্পিং কাজ সমাপ্তির পর কমিটির কর্তৃক স্বাক্ষর করা হয়েছে। কিন্তু সিসিব্লক ও জিওব্যাগসমূহ গণনা, মাননির্ণয় ও ডাম্পিং কমিটি প্রত্যয়ন ব্যতিত বিল পরিশোধ করায় জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।
- পওর বিভাগ, ঢাকা-২ কার্যালয়ের ক্ষেত্রে গত ১২-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত ব্রডশীট জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, বন্যা বাঁধ, তীর সংরক্ষণ ও অন্যান্য জরুরী আপদকালীন কাজ বাস্তবায়নে নিমিত্ত ৬টি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির ৪নং কমিটি কর্তৃক জিও ব্যাগের গণনা ও মান যাচাই করতঃ ডাম্পিং কাজ সম্পাদন করা হয়। কিন্তু সিসিব্লক গণনা, মান নির্ণয় এবং ডাম্পিং কমিটির প্রত্যয়ন না থাকায় উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। এ বিষয়ে সর্বশেষ ১৬-০৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হলেও মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৩

শিরোনাম ঃ যথাযথ যাচাই/পরীক্ষা ব্যতীত অনিয়মিতভাবে দরপত্র গ্রহণ এবং ১৬৬,০৫,৯৪,৪৪৩ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

প্রকল্প পরিচালক, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়), পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা অফিসের ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ১২-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭-১১-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে প্রকল্পের আওতায় ড্রেজার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত ও সরবরাহ কাজের আন্তর্জাতিক দরপত্রের টেন্ডার ডকুমেন্টস, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, বিল পরিশোধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশ গ্রহণের জন্য চাহিদাকৃত যোগ্যতার সপক্ষে দরদাতা কর্তৃক পেশকৃত সনদপত্রের সঠিকতা সম্পর্কে দরপত্র গ্রহণপূর্ব বা উত্তর যাচাই ছাড়া এবং পেশকৃত জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট ও পাওয়ার অব এটর্নী নোটারী পাবলিক কর্তৃক প্রমানীকৃত না হওয়ায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। অথচ তা গ্রহণের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ২৩৯,৫৭,৭৪,৭১৯ টাকায় দরপত্র গ্রহণ, চুক্তিপত্র সম্পাদন এবং ১,৬৬,০৫,৯৪,৪৪৩ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -৩)।
- তাছাড়া যৌথ উদ্যোগ সংক্রান্ত চুক্তিতে স্বাক্ষরিত পক্ষভুক্ত ব্যক্তিদ্বয় আইনসংগতভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রতিনিধির সমর্থনে কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- টেন্ডার ডকুমেন্টের আইটিটি ১২.২ (বি) (ii) মোতাবেক দরপত্রে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাকে অরিজিনাল ড্রেজার প্রস্তুতকারক হতে হবে মর্মে চাহিদাকৃত যোগ্যতার সপক্ষে নির্বাচিত/গৃহীত দরদাতা VOSTALMG, নেদারল্যান্ডে অরিজিনাল ড্রেজার প্রস্তুতকারক হিসেবে যে সনদপত্র এবং চাহিদাকৃত অন্যান্য যে সকল সনদপত্র দরপত্রের সাথে দাখিল করা হয়েছে তা উল্লিখিত বিধি অনুযায়ী যাচাই করা আবশ্যক থাকলেও তা করা হয়নি।
- দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত সনদপত্র সম্পর্কে নেডারল্যান্ডের দূতাবাস বা সরাসরি নেদারল্যান্ডের চেম্বার অব কর্মাস বা কোন গ্রহণযোগ্য মাধ্যমে যাচাইপূর্বক এর সঠিকতা নিরুপন করা প্রয়োজন থাকলেও তা করা হয়নি।
- এতদসংক্রান্ত কোন প্রকার যাচাই না করে VOSTALMG কর্ণফুলী জয়েন্ট ভেঞ্চার কনসোর্টিয়াম লিমিটেড এর দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহণ, চুক্তিপত্র সম্পাদন, কার্যাদেশ প্রদান এবং ইতোমধ্যে অধিকাংশ কার্য সম্পন্ন ও অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
- অতপর গত ১০/৮/২০১২ খ্রিঃ তারিখে 'প্রথম আলো' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন মোতাবেক জানা যায়, নেদারল্যান্ড দূতাবাস কর্তৃক জানানো হয়েছে আলোচ্য দরপত্রে নির্বাচিত দরদাতা VOSTALMG নেন্ডারল্যান্ডে অরিজিনাল ড্রেজার প্রস্তুতকারক নয়। অর্থাৎ প্রকাশিত প্রতিবেদন মোতাবেক দরপত্রের সাথে দাখিলকৃত সনদটি সঠিক নয় এবং গৃহীত দরপত্রটি বাতিলযোগ্য হলেও তা করা হয়নি। উল্লেখ্য আলোচ্য টেন্ডারে এতদসংক্রান্ত যোগ্যতার সমর্থনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজ দেশের চেম্বার অব কমার্সের সনদ লাগবে, এরূপ কোন শর্ত পাওয়া যায়নি।
- অর্থাৎ এক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-১০০ অনুযায়ী দরপত্র দাখিল উত্তর যোগ্যতার নির্ণায়কসমূহ যাচাই করা হয়নি এবং বিধি ৫৪(২) (৩) (৫) অনুযায়ী যৌথ উদ্যোগ সংক্রান্ত কার্যাবলী অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তি পর্যালোচনা করে প্রমাণকসহ ব্রডশীটে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব দেয়া হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ২৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। গত ১৬-৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত জবাব উল্লেখ করা হয় যে, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের গঠিত পাউবো'র মহাপরিচালক মহোদয়ের নেতৃত্বে ৫ সদস্য বিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে গঠিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রী পরিষদ কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান নেদারল্যান্ড বাংলাদেশী যৌথ প্রতিষ্ঠান Vosta L-M-G Karnafuly Joint Venture Consortium Ltd (KJVCL) এর দর অনুমোদন করা হয় এবং ০৬-১২-২০১০ খ্রিঃ তারিখে উক্ত কাজের জন্য KJVCLএর সঙ্গে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বা স্থানীয় দরপত্রের মূল্যায়ন টিইসি করেছে। আন্তর্জাতিক দরপত্র দলিলে যে সমস্ত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছিল VKJVCL এর যোগ্যতা পূরণ করেছে। যা নিরীক্ষা দল কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে। মহাপরিচালক পাউবো, যুগ্ম সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও উক্ত প্রকল্পের পরিচালক সমন্বয়ে গঠিত একটি টীম নেদারল্যান্ডে অবস্থিত Vosta LMG প্রধান দপ্তর ও স্থাপনা পরিদর্শন করেন। নেদারল্যান্ডের Vosta LMG ১৩৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ড্রেজার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যার সনদপত্র বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ড্রেজার ব্যবহার হয়ে থাকে।
- মূল আপত্তি অনুযায়ী নোটারী পাবলিক কর্তৃক পাওয়ার অব এ্যাটর্নি দরপত্র শর্তানুযায়ী অরিজিনাল ড্রেজার প্রস্তুতকারক হওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। VOSTALMG, যে প্রকৃত ড্রেজার প্রস্তুতকারী কোম্পানী তার কোন প্রমাণক অডিটের নিকট উপস্থাপন করা হয়নি। তাছাড়া ১০-৮-২০১২ খ্রিঃ তারিখে প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী দরদাতা প্রকৃত ড্রেজার প্রস্তুতকারক নয় বলে প্রকাশিত প্রতিবেদন খন্ডন করে কোন সংশোধনী প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষ প্রেরণ না করায় উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য হয়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৪

শিরোনাম ঃ ননরেসপনসিভ/বাতিলযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও যোগসাজসের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ২,০৬,৮৬,২৪৩ টাকার দরপত্র গ্রহণ।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কলাপাড়া পটুয়াখালী অফিসের ২০১০-২০১২ সনের হিসাব ০৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে চালিতাবুনিয়া এবং লতারচরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্পের চালিতাবুনিয়া লতারচরের ২.৬৯০ কিঃমিঃ বেড়ী বাঁধ নির্মাণ কাজের দরপত্র, দরপত্র ওপেনিং মেমো, গৃহীত দরদাতার বিপরীতে প্রদর্শিত টেন্ডার ডকুমেন্টস ও দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- নির্বাচিত দরদাতার অনুকূলে প্রদর্শিত মুল টেন্ডার ডকুমেন্টর কোথাও দরদাতা/দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা সম্বলিত কোন সীল ও স্বাক্ষর নেই। শুধুমাত্র টেন্ডার ডকুমেন্টের টপ পেজে এবং BOQ (Bill of Quantities) এর শেষ পৃষ্ঠায় মোট ২টি স্বাক্ষর দেখা যায়, কিন্তু কার স্বাক্ষর তা সনাক্তকৃত নয়। তাই উক্ত দরপত্র নন-রেসপনসিভ বিধায় গ্রহণযোগ্য নয়। বিধি অনুযায়ী টেন্ডার ডকুমেন্টের সকল পৃষ্ঠায় দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম সম্বলিত সীল ও স্বাক্ষর আবশ্যক। এমনকি টেন্ডার সাবমিশন শীটেও কোন দরদাতার নাম ঠিকানা ও স্বাক্ষর নেই, যা দাখিলকৃত টেন্ডার ডকুমেন্টের সেকশন-১ ঃ আইটিটি ক্লজ-২৪ ও ২৫ এর পরিপন্থী।
- তাছাড়া নির্বাচিত দরদাতার অনুকূলে প্রদর্শিত টেন্ডার ডকুমেন্টটি নির্বাচিত দরদাতার নামে ক্রয়কৃত নয়। কারণ ক্রয়কৃত টেন্ডার ডকুমেন্টের টপ পেজে বর্ণিত দরদাতার নামটি (ইউসুফ) ফ্লুইড দিয়ে মুছে GECL লেখা হয়েছে। অর্থাৎ অন্য দরদাতার ক্রয়কৃত টেন্ডার ডকুমেন্টের উপর সমঝোতার মাধ্যমে GECL (গঙ্গামতি এন্টার প্রাইজ কোম্পানী লিঃ) কে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।
- অন্য দরদাতার ক্রয়কৃত টেন্ডার ডকুমেন্টের উপর দরপত্রে অংশগ্রহণকারী দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম, ঠিকানা ও সীলসহ প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর ছাড়া পেশকৃত দরপত্র নন রেসপনসিভ/বাতিলযোগ্য হলেও তা না করে এমনকি দরদাতা সনাক্ত না করেই সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচিত ঠিকাদারের অনুকূলে ২,০৬,৮৬,২৪৩ টাকায় দরপত্র গ্রহণ করা হয়েছে এবং চতুর্থ বিল পর্যন্ত ঠিকাদারকে ১,৯৩,২৮,১৪১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৪)।
- উল্লেখ্য যে, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মেসার্স এস আর কনস্ট্রাকশন এর দরপত্র গ্রহণের জন্য সুপারিশ করা হলেও দরপত্র গ্রহণ করা হয় গঙ্গামতি এন্টারপ্রাইজ কোং লিঃ এর নামে।
- তাছাড়া চাহিদা দেয়া সত্ত্বেও দরপত্রে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দরদাতাগণের কোন ডকুমেন্টস পাওয়া যায়নি।
- অর্থাৎ এক্ষেত্রে টেন্ডার ডকুমেন্টের সেকশন-১ঃ আইটিটি ক্লজ ২৪, ২৫ ও ৩৭.২ এবং পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৯৮ (২)(৬)(৮)(৯) অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, এখানে ঠিকাদার ভুলক্রমে প্রতিষ্ঠানের নামসহ সীল ও সকল পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর করেননি। দাখিলকৃত টেন্ডার ডকুমেন্টের বিষয়টি যাচাই করে পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এবং বিশ্ব ব্যাংকের অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে চাহিদাকৃত সকল কাগজপত্রাদি অডিট টিমের নিকট পেশ করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। আলোচ্য টেন্ডার ডকুমেন্টের বিষয়টি যাচাই/পর্যালোচনা করেই সুনির্দিষ্টভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে। টেন্ডার ডকুমেন্টের শর্তানুযায়ী দরপত্র দাখিল করা হয়নি। তাই দরপত্রটি নন রেসপনসিভ/বাতিলযোগ্য। অথচ তা করা হয়নি। বরং ননরেসপনসিভ/বাতিলযোগ্য দরপত্র সমঝোতার মাধ্যমে গ্রহণ করা হয়েছে। তাই জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ১৭-৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ২৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয় যে, টেন্ডার ডকুমেন্টের মূল বিষয় বিওকিউ এবং টেন্ডার ডকুমেন্টের বিওকিউতে যেহেতু স্বাক্ষর রয়েছে, সেহেতু অন্যান্য পৃষ্ঠায় স্বাক্ষরের বিষয়টি দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক বিবেচনায় নেয়া হয়নি। বিধি অনুযায়ী টেন্ডার ডকুমেন্টের সকল পৃষ্ঠায় দরদাতা প্রতিষ্ঠানের নাম সম্বলিত সীল ও স্বাক্ষর থাকা আবশ্যক ছিল। কিন্তু টেন্ডার ডকুমেন্টের ১ম ও শেষ পৃষ্ঠায় শুধুমাত্র অনুস্বাক্ষর প্রদান করা হয়েছে।
- টেন্ডার ডকুমেন্টের প্রতি পাতায় অনুস্বাক্ষর প্রয়োজন বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ৬-২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৫

শিরোনাম ঃ জরুরী পরিস্থিতি ব্যতীত এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে ডিপিএম এর মাধ্যমে অনিয়মিত ব্যয় ১,১৮,৩৪,১৩৯ টাকা ।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, পটুয়াখালী, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কলাপাড়া, পটুয়াখালী অফিসের ২০১০-২০১২ সনের হিসাব ০৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৩-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে ২৪টি ডিপিএম এর মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের প্রাপ্ত কার্যাদেশ ও বিল ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রেসক্রাইভড ফরমেট এপেনডিক্স-(ii) এর মাধ্যমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়াই ডিপিএম এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের জন্য ১,১৮,৩৪,১৩৯ টাকা মূল্যের কার্যাদেশ প্রদানপূর্বক অনিয়মিতভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। আলোচ্য ডিপিএম এর মাধ্যমে কার্যসম্পাদন করতে হলে সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক জরুরী অবস্থা ঘোষনা প্রয়োজন। অতঃপর এপেনডিক্স-(ii) এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আর্থিক ক্ষমতা অর্পন নীতিমালা-২০০৮ এর মাধ্যমে অর্পিত আর্থিক ক্ষমতা অনুযায়ী বোর্ডের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক। তবে উক্ত অনুমোদনের পূর্বে বোর্ডের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বা তার প্রতিনিধির বাস্তব পরিদর্শন রিপোর্ট প্রয়োজন। অতঃপর কাজের প্রাক্কলন ও দরপত্র অনুমোদনের মাধ্যমে কার্যাদেশ প্রদান করা যেতে পারে।
- কিন্তু এক্ষেত্রে আলোচ্য কার্যাদেশ প্রদান, কার্যসম্পাদন ও অর্থ পরিশোধের স্বপক্ষে লিখিত ও মৌখিক চাহিদা প্রদান করা সত্ত্বেও জরুরী অবস্থা ঘোষনা, এপেনডিক্স-(রর) এর মাধ্যমে বোর্ডের প্রশাসনিক অনুমোদন, অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ বা তার প্রতিনিধির বাস্তব পরিদর্শন রিপোর্ট, অনুমোদিত প্রাক্কলন ও দরপত্র অনুমোদন সংক্রান্ত কোন কাগজপত্রাদি পেশ করা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং এপেনডিক্স-(ii) অনুযায়ী বোর্ডের প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়াই ডিপিএম এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের জন্য ১,১৮,৩৪,১৩৯ টাকা মূল্যের কার্যাদেশ প্রদান পূর্বক অনিয়মিতভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৫)।
- অর্থাৎ এক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ (সংশোধিত) এর বিধি ৭৬ (ঞ) অনুযায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগ উদ্ভূত জরুরী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ এর লক্ষ্যে তফসিল-২ এর মূল্য সীমা এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আর্থিক ক্ষমতা অর্পন নীতিমালা-২০০৮ এর আওতায় অনুন্নয়ন বাজেট সংশ্লিষ্ট আইটেম নং এ. ৫ অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, ডিপিএম পদ্ধতির জন্য এপেনডিক্স এবং অনুমোদিত কপি দপ্তরে খুঁজে না পাওয়ায় অডিটের নিকট উহা উপস্থাপন করা যায়নি। পরবর্তীতে সংগ্রহ করে নিষ্পত্তিমূলক জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাবে উল্লেখিত এপেনডিক্স-(ii) অনুমোদিত হলে এর অনুমোদিত কপি নিরীক্ষিত দপ্তরে খুঁজে না পাওয়ার কোন অবকাশ নেই। এতে প্রমাণিত হয় আপত্তিতে বর্ণিত কাজসমূহ ডিপিএম এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্তৃক বিধি অনুযায়ী জরুরী অবস্থা ঘোষনা করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এ বিষয়ে জবাবে কোন কিছু উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ জরুরী অবস্থা ঘোষনা ও বোর্ডের প্রশাসনিক অনুমোদন ছাড়া

ডিপিএম এর মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে কার্যাদেশ প্রদান পূর্বক অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। তাই জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ১৭-৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৭-৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ২৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাবে উল্লেখ করা হয় যে, ২০১০-১২ আর্থিক সালের বিভিন্ন পোল্ডার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বরিশাল পওর বিভাগ কর্তৃক অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জরুরী ঘোষণা করায় ডিপিএম পদ্ধতির মাধ্যমে অস্থায়ী ভিত্তিতে জরুরী প্রতিরক্ষা কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপত্তির পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহ জরুরী প্রতিরক্ষামূলক কাজের স্বপক্ষে কোন অনুমোদনের কপি সংযুক্ত না থাকায় উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ৬-২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ আপত্তি অনুযায়ী অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৬

শিরোনাম ঃ ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট বাবদ কম কর্তন ও কর্তন না করায় ১,১০,৫৩,৬৩০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

(ক) প্রকল্প পরিচালক, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়), পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা অফিসের ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ১২/১১/২০১২ খ্রিঃ হতে ১৭/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখ (খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, জামালপুর অফিসের ১৩-১২-২০১২খ্রিঃ হতে ২০-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে উক্ত দপ্তরসমূহের সম্পাদিত কাজের বিপরীতে ঢাকা আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র, পানি উন্নয়ন বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা কর্তৃক পরিশোধিত বিল ভাউচার, অনুমোদিত প্রাক্কলন, চুক্তিমূল্যসহ তৎসংক্রান্ত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ঠিকাদার/ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট বাবদ ১৪,৫৬,২০৪ টাকা কম কর্তন করা হয়েছে, যা আদায়যোগ্য।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী জরিপ সংস্থা/কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজারি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট বাবদ ১৪,৫৬,২০৪ টাকা কম কর্তন করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-৬ (১)]।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-০৯/মুসক/২০১১; তারিখ ১২/১০/২০১১ খ্রিঃ মোতাবেক জরিপ সংস্থা, কনসালটেন্সি ফার্ম ও সুপারভাইজারি প্রতিষ্ঠানের পরিশোধিত বিল হতে ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। অথচ এ ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।

(খ) নিরীক্ষাকালে জামালপুর জেলার যমুনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ২টি প্যাকেজের চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, উৎপাদনকারী কর্তৃক সরাসরি সরবরাহকৃত জিও ব্যাগের চালানপত্র, বিল ভাউচার এবং সংযুক্ত সকল কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- উৎপাদনকারী কর্তৃক মুসক চালান-১১ দাখিল ছাড়াই জিওব্যাগ সরবরাহের বিল পরিশোধযোগ্য না হলেও তা পরিশোধ করায় মুসক বাবদ আদায়যোগ্য ৯৫,৯৭,৪২৬ টাকা আদায় করা হয়নি। উৎপাদনকারী কর্তৃক সরাসরি জিওব্যাগ সরবরাহ করা হয়। অথচ মুসক চালান-১১ দাখিল ছাড়াই জিওব্যাগ সরবরাহের বিল পরিশোধযোগ্য না হলেও তা পরিশোধ করায় উৎপাদনকারীর ক্ষেত্রে ১৫% হারে মুসক বাবদ আদায়যোগ্য ৯৫,৯৭,৪২৬ টাকা আদায় করা হয়নি [পরিশিষ্ট-৬ (২)]।
- অর্থাৎ এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৯/মুসক/২০১১ তারিখ- ১২-১০-২০১১ খ্রিঃ অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

(ক) আপত্তি পর্যালোচনা করে প্রমাণকসহ ব্রডশীটে জবাব প্রদান করা হবে।

(খ) নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, প্রকল্পের আওতায় ১২(বার)টি দরপত্র আহবানের মাধ্যমে জিও ব্যাগ সরবরাহ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় ক্ষেত্রেই দরপত্রের শর্তানুযায়ী মুসক চালান-১১ দাখিল করা হয়েছে। বর্ণিত দরপত্র ২(দুই) টির দাখিলকৃত চালান ও অন্যান্য ডকুমেন্ট যাচাই করে বিস্তারিত ব্রডশীট জবাব দাখিল করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

(ক) জবাব প্রদান করা হয়নি।

(খ) বিলের সাথে দাখিলকৃত ও সংযুক্ত সকল কাগজপত্র এবং নিরীক্ষার জন্য সরবরাহকৃত সকল ডকুমেন্ট যাচাই করে মুসক-১১ চালান না পাওয়ায় আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী উৎপাদনকারী কর্তৃক সরাসরি সরবরাহের ক্ষেত্রে মুসক-১১ চালান দাখিল না করলে সরবরাহের বিল পরিশোধের সময় সমপরিমান অর্থাৎ ১৫% হারে মুসক কর্তনযোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করায় জবাব গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।

- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ২৮-০৪-২০১৩ খ্রিঃ, ০৪-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ, ২৭-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১০-২০১০৩ খ্রিঃ, ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। সর্বশেষ মন্ত্রণালয় হতে ৭-৬-২০১৩ খ্রিঃ জবাবে জানান যে, IWM এর সংগে ২০১০ সালে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ৪.৫০% ভ্যাট ধরা ছিল এবং সে অনুযায়ী কর্তন করা হয়েছে। কিন্তু আপত্তিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর বিল হতে ভ্যাট বাবদ অতিরিক্ত ১৪,৫৬,২০৪ টাকা কম কর্তন করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তা কর্তন পূর্বক বাপাউবো'র ঢাকা আঞ্চলিক হিসাব কেন্দ্র ভাউচার নম্বর ২০৭ তারিখ ১৯-৩-২০১৩ খ্রিঃ মোতাবেক চালান নং- ১/২১৯৫ তারিখ ২৭-৩-২০১৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়েছে।

- ২৫-৩-২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ত্রি-পক্ষীয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারি নির্দেশ মোতাবেক ঠিকাদারের কাজের ধরণ অনুযায়ী ভ্যাট কর্তনের হার সার্কুলার আকারে নির্দেশ রয়েছে। সে নির্দেশ মোতাবেক সরবরাহের ওপর যে হারে ভ্যাট কর্তনযোগ্য তা ঠিকাদারের বিল হতে কর্তন করা হয়েছে। উল্লেখ্য উৎপাদন ও সরবরাহ পৃথক কাজ। উৎপাদনকারীর নিকট হতে ১৫% ভ্যাট কর্তন যোগ্য। কিন্তু সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। আপত্তিতে বর্ণিত টাকা সরকারি কোষাগারে জমার স্বপক্ষে অন লাইন যাচাই করে গত ২৭-০৩-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল শাখায় ১/২১৯৫ চালানটি খুজে পাওয়া যায়নি। তাছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১২-১০-২০১১ খ্রিঃ তারিখে আপত্তিতে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী ১৫% হিসেবে হারে ভ্যাট কর্তন না করায় জবাব বিবেচিত হয়নি বিধায় পূর্ত অডিট কর্তৃক ০৪-০১-২০১৩ খ্রিঃ এবং ২৭-৪-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- জড়িত অর্থ অতি সত্তর আদায় করতঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৭

শিরোনাম ঃ কর্তনকৃত ভ্যাট যথাসময়ে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সুদ বাবদ আদায়যোগ্য ৬,২৮,৪৩৯ টাকা এবং ভ্যাট বাবদ ৩,৯৪,৫৩,৫৫৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমার প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

বিবরণ ঃ

প্রকল্প পরিচালক, গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়), পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা অফিসের ২০০৯-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ১২/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ১৭/১১/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় ড্রেজার এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি তৈরী ও সরবরাহ কাজের বিল পরিশোধ সংক্রান্ত প্রতিবেদন, পেশকৃত ট্রেজারি চালানের কপি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট ও সংশ্লিষ্ট নথি পত্রাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- ঠিকাদারের নিকট হতে কর্তনকৃত ভ্যাট যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সুদ বাবদ ৬,২৮,৪৩৯ টাকা আদায় করা হয়নি এবং কর্তনকৃত অবশিষ্ট ৩,৯৪,৫৩,৫৫৫ টাকা সরকারী কোষাগারে জমার কোন প্রমাণক ও জমাকৃত অর্থের সমর্থনে কোন সিটিআর পাওয়া যায়নি।
- ঠিকাদারের বিল পরিশোধের সময় ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত (১,২২,৪০,৪১৭+১,১৭,৪৪,০৩৯+৪২,৫০,৯৭৯+ ৩১,৮৬,৫১৪) = ৩,১৪,২১,৯৪৯ টাকা যথা সময়ে অর্থাৎ কর্তনের ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা না করে ২০ দিন হতে ৫ মাস পর্যন্ত সময় বিলম্ব করা হয়েছে। ফলে বিলম্বিত সময়ের জন্য ২% হারে সুদ বাবদ আদায়যোগ্য ৬,২৮,৪৩৯ টাকা আদায় করা হয়নি (পরিশিষ্ট -৭)।
- অপরদিকে কর্তনকৃত অবশিষ্ট ৩,৯৪,৫৩,৫৫৫ টাকা সরকারী কোষাগারে জমার কোন প্রকার প্রমাণক এবং ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে জমাকৃত ৩,১৪,২১,৯৪৯ টাকার সমর্থনে কোন সিটিআর পাওয়া যায়নি।
- এক্ষেত্রে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নথি নম্বর ৬(৬) মুসক নী ও বাঃ/২০১০/২৫৭; তারিখ ২৭/৭/২০১০ খ্রিঃ এর ক্রমিক নং ৭, ১০ ও ১১ অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তি পর্যালোচনা করে নথিপত্র যাচাইয়ান্তে প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব অন্তবর্তীকালীন, যা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ২৫-৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৬-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ২৫-৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জানান যে, গড়াই নদী পুরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর আওতায় ড্রেজার, আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরবরাহ কাজের বিল পরিশোধের নিমিত্ত রূপালী ব্যাংক মতিঝিল বা/এ ঢাকায় বৈদিশিক ও স্থানীয় মুদ্রায় দুইটি এলসি খোলা হয়। ব্যাংক কর্তৃক তা পরিশোধ করা হয়েছে এবং পরিশোধিত টাকার উপর ভ্যাট ব্যাংকের নিজস্ব ভ্যাট একাউন্টে রাখা হয়েছে বলে রূপালী ব্যাংক রূপালী সদন শাখা মতিঝিল বা/এ ঢাকা জানিয়েছে। ভ্যাটের টাকা জমা রাখার সুনির্দিষ্ট হিসাব আছে এবং বিল পরিশোধের সময় তাৎক্ষণিকভাবে সেখানেই ভ্যাটের টাকা জমা রাখা হয়। রূপালী ব্যাংক কর্তৃক চালান নম্বর-টি-৪ তারিখ-২০-১১-১২ এর মাধ্যমে ৩-,৯৪,১০,৩৮৫.৫০ টাকা জমা করা হয়। অত্র দপ্তরের কোন একাউন্টস ভ্যাটের টাকা ছিল না।
- আপত্তিকৃত টাকা জমা ও হিসাবভূক্তির কোন প্রমাণক না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ১২-১১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণকরতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তি অনুযায়ী সুদ বাবদ আদায়যোগ্য অর্থ আদায় এবং ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমার প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ -০৮

শিরোনাম ঃ পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধান লংঘনপূর্বক সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে (LTM) দরপত্র আহবানের মাধ্যমে অনিয়মিতভাবে ৯৬,২১,০০০ টাকা ব্যয়।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিভাগে রক্ষিত টেন্ডার রেজিষ্টার, বিল ভাউচার, মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদনসহ নিরীক্ষাযোগ্য অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে,

- জরুরী না হওয়া সত্ত্বেও অতি জরুরী দেখিয়ে এলটিএম অনুসরণ করে পিপিআর-২০০৮ এর প্রবিধান লংঘনপূর্বক ৯৬,২১,০০০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৮)।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬৩ (১) (ক) (খ) (গ) মোতাবেক (ক) যে সকল ক্ষেত্রে পণ্য ও সংশ্লিষ্ট সেবা এবং কার্য ও ভৌত সেবা তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কারণে কেবল সীমিত সংখ্যক যোগ্যতা সম্পন্ন সম্ভাব্য সরবরাহকারী বা ঠিকাদারের নিকট হতে প্রাপ্তি সাধ্য (যথাঃ বিমান, রেলইঞ্জিন, বিশেষায়িত চিকিৎসা সরঞ্জামাদি, গর্ভ নিরোধক সামগ্রী, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জামাদি, খাদ্য গুদাম, বন্দর, পোতাশ্রয় ইত্যাদি বা (খ) জরুরী প্রয়োজনে পণ্য কার্য বা সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত অভ্যন্তরীন অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়া গ্রহণ বাস্তবসম্মত নয় বলে প্রতীয়মান হয় সেক্ষেত্রে এলটিএম পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদন করা যাবে। কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজগুলো উক্ত প্রকৃতির না হওয়া সত্ত্বেও সীমিত দরপত্র (LTM) পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনিয়মিতভাবে ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তি পর্যালোচনা করে নথিপত্র যাচাইয়ান্তে প্রমাণকসহ জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বিশেষায়িত ও পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৬৩ এর আওতাভুক্ত না হওয়ায় কাজগুলো এলটিএম প্রয়োগ করার কোন অবকাশ নেই।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ০২-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ৩০-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জানান যে, নদী ভাঙ্গন রক্ষা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা, নৌপথ সংরক্ষণ ইত্যাদি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় জরুরী কাজসমূহ ওটিএম এর পরিবর্তে এলটিএম করা হয়। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৬৪ (২) অনুযায়ী বিধি ৫২ এর অধীন অত্র বিভাগ/পরিদপ্তর কর্তৃক সরবরাহকারী অথবা ঠিকাদারের হালনাগাদ তালিকা সংরক্ষণ করতঃ বিধি ৬৩ (২) অনুসরণ করা হয়েছে। পরিশিষ্টে উল্লিখিত সেবাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ভিন্ন ভিন্ন ধরণের এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সম্পাদিত। সুতরাং জরুরী কাজের স্বার্থেই পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান পরিপূর্ণভাবে পালন করা হয়েছে। কাজসমূহ জরুরী ঘোষণার স্বপক্ষে অনুমোদনের কপি ও কাজ সমূহ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।
- এলটিএম অনুমোদন ও বছরের প্রথমে ঠিকাদারের তালিকাভূক্তির কোন প্রমাণক না থাকায় উক্ত জবাব বিবেচিত না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ২৬-২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের ব্যয়োত্তর মঞ্জুরী গ্রহণ অথবা দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৯

শিরোনাম ঃ পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা না করা ও ঠিকাদার অসমাপ্ত কাজ ফেলে গেলেও পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত না করায় আর্থিক ক্ষতি ৪৪,৪৫,১১৩ টাকা।

বিবরণঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় মেরামত কারখানা, যান্ত্রিক সরঞ্জাম বিভাগ, পানি উন্নয়ন বোর্ড, তেজগাঁও ঢাকা এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো লক্ষ্মীপুর কার্যালয়ের ২০০৯-২০১২ সালের হিসাব ৩১-১২-২০১২ হতে ০৭-০১-২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।

- নিরীক্ষাকালে লক্ষ্মীপুর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগের ২৩টি ইলেকট্রিক টাইপ হোষ্টিং ডিভাইস তৈরী, সরবরাহ এবং স্থাপন কাজের (মুছাপুর ২৩ ভেন্ট রেগুলেটর) নথিপত্র, বিল ভাউচার এমবি, এষ্টিমেট ইত্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাতিলকৃত কার্যাদেশের বিপরীতে পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করতঃ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় আর্থিক ক্ষতি হয় ৪,৬৭,১৩৩ টাকা। উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত সময়ে ঠিকাচুক্তির শর্ত মোতাবেক কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারগণের কার্যাদেশ বাতিল করা হয়।
- এছাড়া নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, লক্ষ্মীপুর কার্যালয়ে বর্ণিত কাজের দরপত্র কার্যাদেশ ও প্রাসংগিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, বর্ণিত কাজের ঠিকাদারগণ দরপত্রের শর্ত ভঙ্গ করে কাজ না করে ফেলে রেখে বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা সত্ত্বেও, দরপত্রের শর্ত মোতাবেক নিরীক্ষাধীন বিভাগ কর্তৃক উক্ত ঠিকাদারদ্বয়ের কার্যাদেশ বাতিলসহ Performance Security বাজেয়াপ্ত না করায় সংস্থার ৩৯,৭৮,০০০ টাকা ক্ষতি হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ক্ষতির বিষয়টি বাস্তব পরিদর্শনের সময়ে পরিলক্ষিত হয়। ইতোমধ্যে সম্পাদিত কাজের বিরাট একটি অংশ ধ্বসে গিয়ে নদীতে পড়ে গিয়ে পুরা কাজই হুমকির সম্মুখিন হয়ে পড়ে। ফলে উক্ত ঠিকাদারের কাছ হতে মোট (৪,৬৭,১৩৩+৩৯,৭৮,০০০) = ৪৪,৪৫,১১৩ টাকা আদায়যোগ্য [পরিশিষ্ট -৯ (১-২)]।
- কার্যাদেশ বাতিলকৃত ঠিকাদারগণের চুক্তিমূল্যের উপর ১০% হারে গৃহীত পারফরমেন্স সিকিউরিটির টাকা বাজেয়াপ্ত করতঃ সংস্থার তহবিলে জমা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, নথিপত্র নিরীক্ষান্তে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব সন্তোষজনক নয়। নথিপত্র নিরীক্ষা করেই আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ১৮-৩-২০১৩ খ্রিঃ ও ০৪-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০৫-০৫-২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৭-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৩-০৬-২০১০৩ খ্রিঃ হতে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারিপত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ১৬-২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জানায় যে, "নির্বাহী প্রকৌশলী, কেমেকা তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মেসার্স সোনালী এন্টারপ্রাইজকে কার্যাদেশ দেওয়া হয় এবং জামানত বাবদ ১,৯৫,০০০ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়। অন্যান্য কাজের জন্য অত্র দপ্তরের স্মারক নং- ৭৬২ তারিখ ২৫-০৮-২০০৯ এর মাধ্যমে উপ-পরিচালক, র‍্যাক ঢাকা কে কার্যাদেশ নং-৩৯ তারিখ ১৪-০১-২০০৯ এবং কার্যাদেশ নং-৪১ তারিখ ১৪-০১-২০০৯ এর বিপরীতে জামানত বাজেয়াপ্ত বাবদ ১,১৩,০০০ টাকা এবং ২,৩৬,০০০ টাকা র‍্যাকের মাধ্যমে জমা দেওয়া হয়েছে।"
- বাজেয়াপ্তকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা ও হিসাবভূক্তির প্রমাণক না থাকায় জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ৩-৭-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি। এছাড়া নির্বাহী প্রকৌশলী, পওর বিভাগ, পাউবো, লক্ষ্মীপুর এর অদ্যাবধি কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সংস্থার কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

শিরোনাম ঃ প্রাক্কলন এবং কার্য সমাপ্তির সনদ ব্যতিত ড্রেজার মেরামত করায় অনিয়মিত ব্যয় ১,০৫,৯৮,৭৫১ টাকা ।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, মেরামত ও উৎপাদন বিভাগ-১, ড্রেজার পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ আর্থিক সালের হিসাব ২৫-১২-২০১২ হতে ০১-০১-২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভারে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়, বিল ভাউচারসহ অন্যান্য নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে,

- স্থানীয় নিরীক্ষিত অফিস কর্তৃক মেরামত কাজের প্রি-ওয়ার্ক এসেসমেন্ট, পোস্ট-ওয়ার্ক এসেসমেন্ট এবং কার্য সমাপ্তির কোন সনদপত্র ছাড়াই ড্রেজার মেরামত বাবদ ঠিকাদারকে ১,০৫,৯৮,৭৫১ টাকা পরিশোধ করে অনিয়মিত ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট -১০)।
- সাধারণত মেরামত কাজ সম্পাদন করার পূর্বে কাজের চাহিদা অনুযায়ী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে প্রাক্কলন তৈরী করার পূর্বে কাজের প্রি-ওয়ার্ক এসেসমেন্ট কাজ শেষ করার পর পোস্ট ওয়ার্ক এসেসমেন্ট এবং কার্য সমাপ্তির সনদপত্র পেশ করার পর ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়। কিন্তু পরিশিষ্টে বর্ণিত ড্রেজার মেরামত সংক্রান্ত কাজগুলির ক্ষেত্রে এসব নিয়মনীতি প্রতিপালন করা হয়নি। ড্রেজার মেরামতের নামে ঠিকাদার নিয়োগ করে কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে ঠিকাদারকে আপত্তিকৃত টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা অনিয়মিত ব্যয় হিসেবে বিবেচ্য।
- সিপিডব্লিউ ডি কোডের প্যারার ১০০ ও ১০১ (i)(ii)(iii) অনুযায়ী মেরামত কাজের প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের চাহিদা, চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রাক্কলন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত প্রাক্কলন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে তা যথাযথভাবে পালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, নথিপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব স্বীকৃতিমূলক। আপত্তিতে বর্ণিত মেরামত কাজগুলি নিয়মনীতি অনুসরণ না করে ড্রেজার মেরামতের নামে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ১৯-০৫-২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ০২-০৭-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১১-০৯-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ০৪-১২-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে উল্লেখ করা হয় যে, প্রি-ওয়ার্ক মেজারমেন্ট ও পোষ্ট ওয়ার্ক মেজারমেন্ট শুধু মাটির কাজে প্রযোজ্য। ড্রেজার ও সহযোগী জলযানের ইঞ্জিন, পাম্প, গিয়ার বক্স ইত্যাদি মেরামত কাজে প্রি-পোষ্ট ওয়ার্ক মেজারমেন্ট গ্রহণের কোন অবকাশ নেই।
- আপত্তির পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহ সম্পাদনে প্রণীত প্রাক্কলন, কাজ সমাপ্তির তারিখ ও প্রত্যয়নপত্র জবাবের সাথে সংযুক্ত না থাকায় উক্ত জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। যা পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ১৭-২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ১১

শিরোনাম ঃ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সুদাসলে বকেয়া আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় ৩৯,৪০,৭২৯ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

নির্বাহী প্রকৌশলী, নারায়ণগঞ্জ ড্রেজার বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ কার্যালয়ের ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের হিসাব ১৯-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৬-১২-২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে বকেয়া আদায় সম্পর্কিত রেকর্ডপত্র এবং প্রগ্রেস রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়।

- এতে দেখা যায় যে, ২০০০-২০০১ অর্থবছরে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান শিকদার মেডিকেল কলেজ এ্যান্ড হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নিকট মাটি ভরাট কাজের মূল্য বাবদ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জুন/২০১২ পর্যন্ত ১৬,৯৮,৫৯০ টাকা পাওনা রয়েছে।
- আলোচ্য বিলের ১৬,৯৮,৫৯০ টাকা জুন/২০১২ পর্যন্ত আদায় না হওয়ায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের নিকট ১১ বছরে সুদ বাবদ ১২% হারে (১৬,৯৮,৫৯০×১১×১২%) = ২২,৪২,৯৩৯ টাকাসহ সুদাসলে (১৬,৯৮,৫৯০+ ২২,৪২,৯৩৯) = ৩৯,৪০,৭২৯ টাকা আদায়যোগ্য হলেও নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত তা আদায়ের কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি [পরিশিষ্ট- ১১]।
- সিপিডব্লিউ 'এ' কোডের ১৭৭(এ) মোতাবেক বিভাগীয় রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভাগীয় প্রধান দায়ী।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নিরীক্ষাকালীন তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের নিকট পাওনা টাকা আদায়ের জন্য বার বার তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখপূর্বক ০২-০৭-২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয়। পরবর্তীতে ২৬-০৮-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৯-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ৩০-১২-২০১৪ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জানায় যে, জেড এইচ শিকদার মেডিকেল কলেজের নিচু জমি ভরাট কাজে মোট ড্রেজিং বিলের টাকার পরিমাণ ২,৭২,০৮,৫৯০ টাকার মধ্যে ২,৫৫,১০,০০০ টাকা আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে ১৬,৯৬,৫৯০ টাকা বকেয়া রয়েছে।
- বকেয়ার অবশিষ্ট টাকা আদায়পূর্বক বোর্ডের তহবিলের জমার স্বপক্ষে কোন প্রমাণক সংযুক্ত না থাকায় পূর্ত অডিট কর্তৃক গত ২৬-০২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়। অতঃপর মন্ত্রণালয় হতে আর জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উপরোক্ত রাজস্ব ক্ষতির ব্যাপারে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ শিরোনামে বর্ণিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত
(নূরুন নাহার)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর।

বাঃসঃমুঃ-২০১৫-১৬/৬৬২২কম/এ—৭১৩ বই, ২০১৬।